উলট পুরাণ

বিজেপির মুখে হঠাৎ বহুজাতিক বিরোধিতা

‘বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভেসে যায়/ দেখিলেও না হয় প্রত্যয়...!’

অনলাইন কেনাকাটার জগতের দৈত্যাকার বহুজাতিক সংস্থা অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট প্রভৃতিদের দেওয়া বিপুল ছাড়ের প্রতিশ্রুতি, এমনকী দ্রুত ডেলিভারির প্রতিশ্রুতির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমন কথা শুনলে আশ্চর্য না হয়ে উপায় আছে! কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির রামনাম করেই উত্থান এবং ভোটের সাধনায় সিদ্ধিলাভ, তা না হলে একে ভুতের মুখে রাম নামও বলা চলত। মাত্র কিছুদিন আগেই খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহদানের নীতি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে উত্তাল প্রতিবাদ উঠেছিল। ছোট ব্যবসায়ী সহ জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত ছিল যে, এর ফলে দেশের ছোট ব্যবসায়ীকুল প্রবল অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হবে। কিন্তু সরকার এবং কর্পোরেটে পুঁজিমালিকদের বক্তব্য ছিল, এর ফলে এ দেশের ব্যবসায়িক পরিষেবা আরও উন্নত হবে। ক্রেতা সাধারণও আন্তর্জাতিক মানের পণ্যদ্রব্য ঘরে বসে কেনাকাটার সুযোগ পাবেন। কয়েক বছর যেতে না যেতেই এখন তাঁরা এই বলে উল্টো গাইছেন যে, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক প্রতিযোগিতায় পড়ে এ দেশের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের নতুন নীতিতে খুশি দেশের অনলাইন সংস্থা স্ন্যাপডিল প্রভৃতি। তাদের মতে প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই নাকি ‘বড় খেলোয়াড়রা নিয়ম ভাঙছে’। স্ন্যাপডিলের সিইও কুণাল বহেল বলেছেন, ‘প্রত্যেক বিক্রেতাকে এক পর্যায়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে নয়া নীতি’। বাণিজ্য প্রতিযোগিতাকে বিধিনিষেধের বাঁধনে বাঁধতে হবে? অবাধ বাণিজ্যের উপাসকদের মুখে এ কী কথা!

স্পষ্টতই অন্য সমস্ত সরকারি নীতির মতোই দেশীয় পুঁজিপতিদের অঙ্গুলিহেলনেই এই নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে সরকার। মনে পড়ে, বর্তমানে যাঁরা বিজেপির প্রবল বিরোধিতা করে, আত্মহত্যাকারী কৃষকদের দুঃখে চোখের জলের গঙ্গা-যমুনা বইয়ে দিয়ে সেই নদীতে ২০১৯-এর ভোটের তরী পাড়ি দিয়ে আবার দিল্লির সিংহাসনে বসার স্বপ্ন দেখছেন, নব্বই-এর দশকে সেই কংগ্রেস সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এবং পরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমলেই নয়া শিল্প ও আর্থিক নীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা, খোলাবাজার, মুক্তবাজার প্রভৃতি নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। তখন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত ক্রেতাসমাজকে এই বলে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল যে, এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের উন্নত মানের রকমারি পণ্য ভারতবাসী কিনতে পারবে। উন্নত বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়ে ভারতীয় সংস্থাগুলি তাদের পণ্য ও পরিষেবার গুণগত মান উন্নত করতে বাধ্য হবে, ইত্যাদি। অর্থাৎ যেন জনসাধারণের সুবিধের কথা ভেবেই এই উদারিকরণ, বিশ্বায়ন প্রভৃতি চালু করা হয়েছিল। ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিকম প্রভৃতি একের পর এক ক্ষেত্র এই যুক্তিতে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এরই পথ বেয়ে সরকারি বদান্যতায় নিয়ে আসা হল খুচরো ব্যবসায় অবাধ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন এবং বনেদি সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির দেশগুলোর অনুকরণে সারা দেশ জুড়ে গড়ে তোলা হল মল-এ কেনাকাটা করার কালচার। তখনও সারা দেশ জুড়ে সাবেক ছোট ছোট দোকানদার এবং বাজার কমিটিগুলোর আপত্তি কানে তোলা হয়নি। ক্রমে ইন্টারনেটের আগমন এবং অনলাইন কেনাকাটার বাজার তৈরি হল এবং উন্নত বিশ্বে ইতিমধ্যেই এই ব্যবসায় অভিজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থার হাত ধরে ভারতীয় বহুজাতিক পুঁজিগুলোও সাড়ম্বরে এই ব্যবসায় নেমে পড়ল। মজার ব্যাপার হল, মল গড়ে তোলার সময় যে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থে ছোট স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আপত্তি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলো কানে তোলেনি, বরং এই বিশাল বিশাল মল-মাল্টিপ্লেক্স গড়ে তোলাকে ‘উন্নয়ন হচ্ছে’ বলে প্রচার করেছিল, তারাই সরকারের কাছে অভিযোগ আনতে শুরু করল যে, অনলাইন কেনাকাটার বাড়বাড়ন্তের ফলে তাদের বিক্রিবাটা নাকি বছরে ৪০ শতাংশ কমে গেছে। এখন আবার বহুজাতিক অনলাইন সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে দেশীয় সংস্থাগুলো অভিযোগ করছে যে, বহুজাতিকরা বিপুল ছাড় দেওয়ার ফলে দেশীয় সংস্থাগুলো প্রতিযোগিতায় মার খাচ্ছে এবং সেইজন্য তাদের খুশি করতে কেন্দ্রীয় সরকার বহুজাতিক অনলাইন সংস্থাগুলোকে এদেশে ছাড় দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করছে। এমনকী অতি দ্রুত ডেলিভারি দেওয়ার ওপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। এখন আর দক্ষ এবং উন্নত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পরিষেবার মান উন্নয়নের তত্ত্ব তাদের মনে থাকছে না।

বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত, মরণোন্মুখ বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ভারতীয় পুঁজিবাদ নিজেদের সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে যতই নিত্যনতুন টোটকার ব্যবস্থা করতে চাইছে ততই সেই নতুন নতুন ব্যবস্থাগুলোই অচিরে আবার নতুন নতুন গভীরতর সংকটের জন্ম দিচ্ছে। এই ঘটনা তারই একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। শুধু এ দেশেই নয়, বিশ্বায়নের চ্যাম্পিয়ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিই এখন নবোদিত চীনা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দাপটে গোটা বিশ্বে এমনকী নিজের দেশেও প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে, নিজেদেরই অঙ্গুলিহেলনে চলা ডব্লিউটিও-র নীতির বিরোধিতা করে চীনা পণ্যের ওপর বিপুল শুল্ক চাপাচ্ছে। উদারিকরণের বদলে আবার ‘দেশীয়’, ‘জাতীয়’ প্রভৃতি গণ্ডিবদ্ধ অর্থনীতির স্লোগান তুলছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দুঃখজনক পতনের পর গড়ে ওঠা একমেরু বিশ্বের অধীশ্বর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিকুল নিজেরাই এখন বিশ্ব জুড়ে একাধিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক বাণিজ্যযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। প্রত্যেকেই অন্য দেশে অবাধ বাণিজ্য করতে চাইছে কিন্তু নিজের দেশে বিদেশি পুঁজি ঢুকতে দিতে নারাজ। এই বিষয়ে স্বদেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য জনসাধারণের দেশপ্রেমের আবেগকে কাজে লাগিয়ে জাতীয়তাবাদী জিগিরও তোলা হচ্ছে। এসবেরই একমাত্র লক্ষ্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থ সংরক্ষণ। সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকার স্বার্থের সঙ্গে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।

মগরাহাটে মদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে যত্রতত্র মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে ব্যাপক আন্দোলন। মগরাহাট এবং উস্থি দুটি ব্লক জুড়ে মদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলছে। যত্রতত্র ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়ার সরকারি নীতি, প্রতি পঞ্চায়েতে মদের দোকান খোলা, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের জঘন্য প্রচেষ্টা প্রভৃতির বিরুদ্ধে মগরাহাট মানবাধিকার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, পথসভা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে। ৩০ ডিসেম্বর উস্থি বাজারের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার ও সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মনোজ গুহ, অধ্যাপক মহম্মদ শাহনওয়াজ সহ বিভিন্ন স্থানীয় নাগরিক। কনভেনশন থেকে ৩৫ জনের একটি গণকমিটি গঠন করা হয়।

৬ জানুয়ারি মগরাহাট ব্লকের ধামুয়ার বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে অপর একটি মদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাগরিক কনভেনশনে বহু স্থানীয় মানুষ অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা সোমা রায়, মহিউদ্দিন মান্নান, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নাজিরা মণ্ডল এবং স্থানীয় নাগরিক হাজি আলমাত, শিক্ষক কাঞ্জিলাল সাঁতরা, আসলাম শেখ, স্বপন গায়েন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ডঃ মনোজ গুহ। কনভেনশন থেকে মগরাহাট ব্লক জুড়ে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৩৭ জনের গণকমিটি গঠন করা হয়।

এদিকে মগরাহাট ব্লকের জয়নগর সংলগ্ন তসরালায় একটি মদের দোকান ও বার খোলার চেষ্টার বিরুদ্ধে স্থানীয় তসরালা, তাঁতিহাটি ও আশেপাশের মহিলারা এবং সাধারণ মানুষ আন্দোলনে ফেটে পড়েন। গত নভেম্বরে ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে একটি মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা। সভায় ডি ওয়াই ও-র জেলা সভাপতি সঞ্জয় মণ্ডল, স্থানীয় নাগরিক স্বপন গায়েন, নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত উপস্থিত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে মহিলাদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে মহিলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ। স্বাক্ষর সংগ্রহ, পথসভা, বৈঠক, প্রতিবাদ সভা, থানা ডেপুটেশন প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলন চলতে থাকে। ৩০ ডিসেম্বর সহস্রাধিক মানুষ এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। মিছিলে বহু শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী ও বিরাট সংখ্যক মহিলা সহ সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের লোকজন গোচরণ সাহাপাড়া মোড়ে এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করা হয়। অবরোধে বক্তব্য রাখেন ডাঃ পুলকেন্দু ঘোষ, স্বপন গায়েন, সঞ্জয় মণ্ডল, শিক্ষক গণেশ লাহা, রেখা নস্কর, এম এস এসের জেলা সম্পাদিকা মাধবী প্রামাণিক প্রমুখ। ৩১ ডিসেম্বর তসরালায় নির্মীয়মাণ মদের দোকানের সামনে রাস্তার ওপর একটি মদ বিরোধী গণকনভেনশন সংগঠিত করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক কানাই চন্দ্র নস্কর। এখানে সাত শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন পাশের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক সাহা, শিক্ষক সুনির্মল দত্ত, এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা কমিটির সদস্য সুজিত পাত্র, সাইদুল ইসলাম প্রমুখ। ১ জানুয়ারি ওই দোকানের সামনে অবস্থান সংগঠিত হয়। সেখানেও সাত শতাধিক স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ৩১ ডিসেম্বর মদের দোকানটি খোলার পরিকল্পনা থাকলেও এখনও তা খুলতে পারেনি। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। কমিটি ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জয়ন্তী পালনের কর্মসূচি নিয়েছে।

ইন্টার্ন নয়, স্থায়ী শিক্ষক চাই

বিক্ষোভ নবান্নে, ডি এম দপ্তরে

স্থায়ী শিক্ষকের পরিবর্তে ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে শিক্ষার মানের অবনমন ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই যাার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা প্রশিক্ষণরত তাদের নিয়োগের কোনও সদিচ্ছা সরকারের লক্ষকরা যাচ্ছে না। ইন্টার্ন নয়, অবিলম্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়োগ করার দাবিতে ১৭ জানুয়ারি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (বিপিটিএ)। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা বলেন, এদিন পাশ-ফেল চালু এবং ডি এল এড প্রশ্ন ফাঁসের তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী দেশব্যাপী শিক্ষকদের ডি এল এড পরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের কোনও তদন্ত এখনও সরকার করেনি। অথচ তার সমূহ দায় শিক্ষকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও। ১৭ জানুয়ারি দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে পুরুলিয়া শহরে মিছিল করে ডি এম দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পোড়ানো হয় এই সিদ্ধান্তের সার্কুলার। তাদের দাবি, অবিলম্বে সমস্ত শূন্য পদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করতে হবে।

মেঘালয় ঃ খনির অতল গহ্বরে ১৬ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

মালিকের মুনাফা-লালসা ও সরকারের অবহেলাই দায়ী

কাগজের প্রথম পাতা থেকে ভিতরের পাতায় সরে গেছে খবরটা। মানুষের মন থেকেও খানিকটা হারিয়ে গেছে মেঘালয়ের কসান খনির মধ্যে আটকে পড়া ১৬ শ্রমিকের যন্ত্রণার কথা। পানীয় জল, খাদ্য, বাতাসহীন অবস্থায় দিনের পর দিন খনির অতল গহ্বরে তাঁদের আত্মরক্ষার লড়াইয়ের কথা। আসাম থেকে আসা ও স্থানীয় কিছু শ্রমিক ১৩ ডিসেম্বর থেকে খনিগহ্বরে জলমগ্ন অবস্থায় আটকে পড়েছেন। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার এই অবৈধ খনিতে এক মাসের বেশি তাঁরা কীভাবে রয়েছেন খোঁজ দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। ২০১৪ সালে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণার পরেও এই 'র‍্যাট হোল' খনিগুলি চলছে কীভাবে? উত্তর সহজে মিলবার নয়। অবশেষে এক মাস তিন দিন পরে ১৬ জানুয়ারি এক শ্রমিকের দেহাংশের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাও নৌসেনার দূরনিয়ন্ত্রিত যানের সঙ্গে লাগানো অত্যাধুনিক ক্যামেরার সাহায্যে। বাকিদের মর্মান্তিক পরিণতি নিয়েও আর কোনও সন্দেহ নেই।

খনিগহ্বরে অসহায় শ্রমিকদের এভাবে মৃত্যুই কি ভবিতব্য? এই সমস্ত খনিতে অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে ও পুরোপুরি নিরাপত্তাহীন পরিবেশে কয়লা তোলা হয়। এভাবে কয়লা উত্তোলনে খরচ অত্যন্ত কম, ফলে মুনাফা হয় বেশি। এই বিষয়ে কয়েকটি সমীক্ষক সংস্থা, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল, মেঘালয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ইত্যাদি মাঝে মাঝে কিছু কাগুজে সতর্কবাণী দেয়। ভূমিকম্প প্রবণ ও নরম মাটিপূর্ণ মেঘালয়ের পাহাড়ে এই 'র‍্যাট হোল' খনি যে কী মারাত্মক তা বারবার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। মালিকরা যথারীতি তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করে না। পরিবেশ দূষণ এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও তাদের জীবনের বিনিময়ে মালিকরা কেবল লাভের অঙ্কই বাড়িয়ে চলে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এক শ্রমিকের মায়ের কথায় চরম অসহায়তা ফুটে উঠেছে— খনিতে যেতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু আর কোনও কাজ না পেয়ে সংসার চালানোর জন্য ও গেছে। খনির কাজে না গেলে অনাহারে মৃত্যু, আর খনিতে গেলে দুর্ঘটনায়, মালিকের দায়িত্বহীনতায় মৃত্যু— আজও কেন এরই যে কোনও একটাকে কেন বেছে নিতে হচ্ছে শ্রমিকদের?

খনিমালিকদের ক্রমবর্ধমান লালসা মেটাতে শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়, মালিকের মুনাফা বাড়াতে অহরহ জীবন বলি দিতে হয়। খনি গহ্বরে হিমশীতল অন্ধকারে, সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের মধ্যে দমবন্ধকর পরিবেশে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যায় তারা। উদ্ধারকারীরা এখন বলছেন, ওই সুড়ঙ্গে একটা মানুষের উবু হয়ে বসার মতো জায়গা নেই। দিনের শেষে যখন বাড়ির পথে পা বাড়ায় শ্রান্ত-ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত দেহে, তখন পরের দিন কাজ করার মতো অবস্থা থাকে না। তবুও অভাবের জ্বালায় আবার তাদের নামতে হয় ওই ইঁদুরের গর্তে। নিত্যদিনের গতিপথে শ্রমিকরা মালিকের কাছে এক একটা সংখ্যামাত্র। খনি-ধসে শ্রমিক মৃত্যুর বহু ঘটনা সংবাদমাধ্যমে খবরও হয় না। কারণ প্রত্যন্ত ও সংকীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চলের বহু দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকেনা কেউ। ফলে সেগুলি ধামাচাপা পড়ে যায়। মালিকরা দালালের মাধ্যমে খনি শ্রমিকের পরিবারের হাতে নামমাত্র অর্থ গুঁজে দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে। নিরন্ন-অসহায় শিশুদের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিবারের সদস্যরা বাধ্য হয় তা মেনে নিতে, কখনও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কিন্তু অসহায়, অসংগঠিত গরিব মানুষ গলা তুলে কথা বলতেও ভয় পায়। মালিকের পোষা গুণ্ডাবাহিনী মারধোর করে শায়েস্তা করতে নামে। ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে অথবা পরিবারের কাউকে খনিতে কাজ দেওয়ার নাম করে একটা মিটমাটের চেষ্টা করে। আবার নতুন শ্রমিক খুঁজে আনে মালিকের দালালরা।

শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ মালিকদের কাছে বেশি লাভজনক। 'ইঁদুরের গর্ত' এই খনিগুলিতে হামাগুড়ি দিয়ে সহজে ঢুকে শিশুরা কয়লা সংগ্রহ করতে পারে। মজুরিও কম দিলে চলে যায়। এই হচ্ছে প্রতিটি খনির ইতিহাস। মেঘালয়ের জয়ন্তী ও গারো পাহাড়ের খনিগুলিও সেরকমই। কর্তৃপক্ষের ১ লাখ ক্ষতিপূরণ হাতে পেয়ে খনিগহ্বরে সন্তান হারানো পিতা রহমানের মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি— আমার সন্তানের দাম মাত্র ১ লাখ। যদিও মৃতদেহ না পাওয়া গেলে কিংবা মৃতের পরিজনরা উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে না পারলে ক্ষতিপূরণটুকুও দেওয়া হয় না।

পুঁজিবাদী এই সভ্যতা হাজার-লক্ষ টাকায় মানুষের দাম ধার্য করে। দুর্ঘটনা ঘটলে কিছু সংখ্যা মুছে দেয় শ্রমিক-তালিকা থেকে। এবার মেঘালয়ে আটকে পড়া স্থানীয় তিন শ্রমিক ফিরে আসায় এবং একসাথে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ায় সাড়া পড়েছে কিছুটা। ওই শ্রমিকদের বেশিরভাগই আসাম, এমনকী নেপাল থেকেও আসেন পেটের দায়ে। মহাজনদের থেকে ধার নিয়ে চাষ করতে গিয়ে মহাজনের পাহাড়প্রমাণ সুদের খপ্পরে পড়ে এদের ঋণগ্রস্ত দশা। ফলে চাষ করে কিছু আয় হলেও তা মহাজনের পকেটেই চলে যায়। বিকল্প কাজ নেই। দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটের মতো দূরবর্তী রাজ্যে পাথরখাদানে কাজ করা কষ্টকর শুধু তাই নয়, পাথরখাদানে কাজ করতে গিয়ে গত বছরে আসামের একটা গ্রাম থেকেই শুধু ২০০ জন যক্ষ্মা ও শ্বাসকষ্টে মারা গেছেন। খনির তুলনায় খাদানে মাইনেও কম। ফলে ধার শোধ করতে অভাবি মানুষগুলিকে ছুটতে হয় মেঘালয়ের মৃত্যু গহ্বরের দিকে। খনিতে কয়লা প্রায় নিঃশেষ জেনেও মালিকরা নিত্যনতুন ফাঁদ পাতে আর তাতে পা দিয়ে শেষ হয়ে যায় ১২ থেকে ২৫ বছরের অসংখ্য শ্রমিক। মেঘালয়ের দুর্ঘটনাগ্রস্ত খনিতেও কয়লা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্য খনিতে কাজ দেওয়ার চুক্তি করে কিংবা বকেয়া পাওনা-গণ্ডা মেটানোর অজুহাত দিয়ে বহু শ্রমিককে জোর করে আটকে রেখেছিল মালিকের ভাড়াটে গুণ্ডারা।

মেঘালয়ের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে তৎপর হয়ে উঠেছে। আসামের বিজেপি সরকারও শ্রমিকদের মৃত্যু গহ্বর থেকে ফিরিয়ে আনার কোনও চেষ্টাই করেনি। জল বের করা যাচ্ছে না অজুহাত দিয়ে মেঘালয় সরকার হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে দীর্ঘদিন। অন্য কোনও রাজ্যের উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প ব্যবহার করে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায়, মিলিটারি নামিয়ে, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের সাহায্যে এই মানুষগুলির উদ্ধারে কি এগিয়ে আসতে পারত না সরকার? খনি মালিক জানত খনি বহুদিন থেকে প্লাবিত। যে কোনও সময় ভেসে যেতে পারে শ্রমিকরা। তাও নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করেনি। খনি মেরামতে যুক্ত এক ব্যক্তি বলেছেন, 'খনিতে সারাক্ষণই জল থাকত। আমার কাজ ছিল শ্রমিকরা ঢোকার চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে জল ছেঁচে ফেলা, কিন্তু জল জমা বন্ধে কর্তৃপক্ষ কোনও উদ্যোগ নিত না। কারণ আরও ১০০০টি খনি টানেলের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তা একটা সমুদ্রের রূপ নিয়েছিল।' মুনাফায় যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য শ্রমিকদের জীবন চরম বিপদসীমায় রয়েছে জেনেও মালিকদের ঘাঁটায়নি সরকার। তার পরিণাম হঠাৎ প্রবল জলস্রোতে ভেসে যাওয়া শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যু। মালিকরা জানে এই অপরাধমূলক কাজকর্ম করলেও তাদের কোনও শাস্তি হবে না, এমনকী জবাবদিহি করারও প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের উপর রয়েছে সরকারের আশীর্বাদ। কংগ্রেস, বিজেপি থেকে শুরু করে তথাকথিত আঞ্চলিক স্বার্থের ধ্বজাধারী সব ভোটবাজ দলের নেতারা এদের পয়সায় পুষ্ট। এই মালিকদের ধরবে কে?

আর এত 'মন কি বাত' করেন যে প্রধানমন্ত্রী তিনিও চুপ করে বসে রইলেন। এই ঘটনার পর তিনি আসামে গিয়ে ব্রিজ উদ্বোধন করে ছবিতে পোজ দিয়েছেন, কিন্তু পাশের রাজ্য মেঘালয়ে গিয়ে শ্রমিকদের খুঁজে বের করা নিয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। কারণ এই খবরের টিআরপি নেই, যাতে ভোটবাক্স ভরাতে কাজে লাগতে পারে। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে গুজরাটে ২০০ ফুট উঁচু বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি উদ্বোধন হয়ে গেল, কিন্তু ৩০০ ফুট নিচে জলের তলায় খনি শ্রমিকদের কাছে কোনও যন্ত্র পৌঁছনো গেল না একটু অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে! ৩০০০ কিমি রেলপথ ২০ ঘণ্টায় অতিক্রম করার বুলেট ট্রেন চালু করার জন্য মোদিজিদের ঘুম নেই। কিন্তু এই শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ছিল একটুকরো খাবার, একটু অক্সিজেন যা অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে অনায়াসেই করা যেত। তা করা হল না। সরকার কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হলে উদ্ধারের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প আনতে ১৫ দিন পার হয়ে যায়? এই মর্মান্তিক ঘটনা যে সংবাদমাধ্যমে পিছনে চলে যায়, সেখানে প্রতিদিন চলে মোদি-রাহুল তরজা। কে কার সঙ্গে আলিঙ্গন করছে, কে কার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টার ধারাবিবরণী, পাতার পর পাতা লেখা চলছে। কিন্তু খনি শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে এদের মাথাব্যথা নেই। রাহুল গান্ধীও সত্যি যদি কিছু করতে চাইতেন, মেঘালয়ের কংগ্রেস সরকারকে তিনি হাত গুটিয়ে থাকতে দিলেন কেন? কোনও পদক্ষেপ নিতে পারলেন না কেন?

মালিকরা অবৈধ খনি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করছে, আর সরকার-প্রশাসন তাদের মদত জোগাচ্ছে। শ্রমিকরা মরলেও সরকারের কিছু আসে যায় না। কারণ এই খনি মালিকরাই নির্বাচনে টাকা জোগাচ্ছে ক্ষমতাশালী দলগুলিকে। ফলে পরস্পরের বোঝাপড়ায় এই অবৈধ খনিগুলি চলছে অবাধে। এই দুষ্টচক্রের ফাঁদেই বলি হতে হচ্ছে অসংখ্য শ্রমিককে, মেঘালয়ের খনি শ্রমিকদের মর্মান্তিক পরিণতিও সে কারণেই।

বিডিও-র বাড়িতেই নির্যাতিতা নাবালিকা

কোচবিহারে পরিচারিকা সমিতির বিক্ষোভ

কোচবিহার শহরের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কালচিনি ব্লকের জয়েন্ট বিডিও এবং তাঁর স্ত্রীর অত্যাচারে গুরুতর আহত হল এক নাবালিকা। ওই পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ কিশোরী তাদের ঘরে পরিচারিকার কাজ করত। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায় বিডিও-র স্ত্রী তাকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। মারের চোটে তার সর্বাঙ্গে কালসিটে পড়ে যায়। বালিকার আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এই সংবাদ পেয়ে ১৭ জানুয়ারি সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি কোচবিহারে সদর মহকুমাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি এবং বালিকার যথাযথ চিকিৎসার দাবি জানায়। ১৯ জানুয়ারি পরিচারিকা সমিতির জেলা সম্পাদক ফিরোজা আহমেদ এবং বালিকার মামীমা কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় এফআইআর করেন ও শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানান। এই নির্যাতনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে এ আই এম এস এস।

ধান কেনায় দুর্নীতি

একের পাতার পর

বহু রাজ্য কৃষিঋণ মকুব করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে নীরব। সেচের অভাবে বর্তমানে বোরো চাষ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। সেচের খরচ বেড়ে চলেছে ডিজেল এবং বিদ্যুতের দাম বাড়ায়। অভাবগ্রস্ত কৃষকরা সময়মতো বিদ্যুতের বকেয়া বিল না মেটাতে পারায় বহু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে পূর্ব বর্ধমান জেলায় কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি ১৭ জানুয়ারি জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। কমিটির সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুণ্ডু বলেন, ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ২৫০০ টাকা, সমস্ত গ্রামে ধানক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, টোকেন দুর্নীতি বন্ধ করা, কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সহ ১৫ দফা দাবিপত্র জেলাশাসককে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মহান লেনিন স্মরণে

২১ জানুয়ারি রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান রূপকার কমরেড লেনিনের ৯৫তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্যরা

চিটফান্ডে প্রতারিতদের নবান্ন অভিযানে লাঠিচার্জের নিন্দা

অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোশিয়েশনের নবান্ন অভিযানের উপর ২১ জানুয়ারি পুলিশ যে নৃশংস লাঠিচার্জ করেছে তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (সি) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

"চিটফান্ডের আমানতকারীদের টাকা ফেরত, এজেন্টদের নিরাপত্তা, মৃত ও আত্মঘাতী এজেন্ট ও আমানতকারীদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। দাবি আদায় না হওয়ায় আজ তাঁরা বাধ্য হয়ে যখন 'নবান্ন অভিযান'-এর কর্মসূচি নিয়েছিলেন তখন পুলিশ পাঁচ শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে, লাঠিচার্জ করেছে এবং কয়েকজন মহিলাকে মাথায় আঘাত করে গুরুতরভাবে আহত করেছে। আমরা এই নৃশংসতার তীব্র প্রতিবাদ করছি। যাঁরা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাঁদের উপযুক্ত চিকিৎসার দাবি করছি। রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি, অবিলম্বে আমানতকারী ও এজেন্টদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।"

জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন অমিল
দোষীদের শাস্তি চায় সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম

সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সভাপতি ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী এবং সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ১৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

সরকারি হাসপাতালে অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিনের সরবরাহ অত্যন্ত কম। অন্য দিকে এই ভ্যাকসিনের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি রাজ্য সহ সারা দেশে কুকুর সহ জলাতঙ্কের বাহক প্রাণীর কামড়ে জলাতঙ্ক রোগীর সংখ্যা এবং মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিনের মতো জীবনদায়ী ওষুধের সরবরাহ কীভাবে প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে এল অবিলম্বে সরকারকে তার তদন্ত করে সত্য উদঘাটন করতে হবে এবং এর জন্য দায়ী মন্ত্রী-আমলা ও স্বাস্থ্য কর্তাদের শাস্তি দিতে হবে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ

বাংলার বিশিষ্ট কবি শ্রীজাত আসামের শিলচরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন এবং হোটেলে যে অনুষ্ঠানটি চলছিল, সেখানেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। আক্রমণের অজুহাত, প্রায় বছর দুয়েক আগে রচিত শ্রীজাত-র একটি কবিতার বিষয়বস্তু এবং কিছু শব্দ। যারা এই আক্রমণ সংগঠিত করেছেন, খবরে প্রকাশ, তারা বিজেপি ঘনিষ্ঠ কোনও একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এই গোটা ঘটনাটি সম্পর্কে 'শিল্পী সংস্কৃতি-কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'র সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত ১৪ জানুয়ারি এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন— 'আমরা এ জাতীয় নিকৃষ্ট এবং হিংসাশ্রয়ী ঘটনার নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। একই সঙ্গে আমরা লক্ষ করছি যে, সমাজের সুস্থ এবং গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের নিন্দা এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও দেশে এজাতীয় ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটেই চলেছে। আমরা মনে করি, আমাদের এই গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান প্রতিটি মানুষকে অধিকার দিয়েছে সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার—তা সভা-সমিতি, শিল্প-সাহিত্য, বিতর্ক-আলোচনা যেকোনও মাধ্যমেই হোক না কেন। কবি শ্রীজাত-র অধিকার রয়েছে কবিতার মাধ্যমে তাঁর অভিমত বা অনুভব প্রকাশ করার। তেমনই সেই অভিমত বা অনুভবের বিরোধিতা কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকারও স্বীকৃত। কিন্তু কখনওই বিচারের অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে নয়, কিংবা দলবদ্ধ গুণ্ডামির দ্বারা নয়। সে-জাতীয় আচরণ বা পদক্ষেপ ফৌজদারি অপরাধ বলেই গণ্য হবে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি লক্ষ করলে মনে হতে পারে যে, আমরা একটি অসভ্য বর্বর দেশে বাস করছি, যেখানে কতিপয় মানুষ যে কোনও অজুহাতে আইন-বিচার এবং শাস্তি প্রদানের অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে, এবং ক্ষমতাধর রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্রগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির কারণে আইনভঙ্গকারীদের প্রশ্রয় ও আশ্রয় দিয়ে চলেছে।

আমরা এই ভয়ঙ্কর প্রবণতার অবসান চাই। দেশকে রক্ষা করার জন্য সীমান্তে যে রকম অতন্দ্র প্রহরা আবশ্যক, তেমনি দেশের অভ্যন্তরেও প্রয়োজন নিরন্তর নজরদারি— আমাদের মনে রাখতে হবে, এই প্রবণতাই আজ 'দ্য গ্রেটেস্ট ইন্টারন্যাল থ্রেট টু দ্য কান্ট্রিজ সিকিউরিটি'। আরেকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন, ঘটনাটির জন্য দায়ী দুষ্কৃতকারীরা কখনওই 'হিন্দুত্ববাদী' হতে পারে না। কারণ কে তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি বা ব্যাখ্যাকারী রূপে?'

কুকুরের আক্রমণ থেকে নার্সদের বাঁচাতে কর্তৃপক্ষ কোনও দায়িত্বই পালন করেনি

এন আর এস মেডিকেল কলেজে ১৬টি কুকুর হত্যার নিন্দা করে সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ১৫ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, কয়েকজন নার্সের উপর দোষ চাপিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং কলকাতা কর্পোরেশন যেভাবে দায় এড়াচ্ছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

তিনি বলেন, বেশ কয়েক সপ্তাহ জুড়ে এন আর এস মেডিকেল কলেজের নার্সিং ছাত্রীরা কুকুরের কামড় ও আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে আছেন। একজন ইন্টার্ন (নার্সিং) গত ডিসেম্বরে কুকুরের আক্রমণে হস্টেলের তিনতলা থেকে ঝাঁপ দেন এবং গুরুতর আহত হন। কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে তাঁরা সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তা ধামাচাপা দেন। ঘটনার পরেই ছাত্রীরা প্রিন্সিপাল সহ আধিকারিকদের ডেপুটেশন দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙেনি। কুকুরের নির্বীজকরণ, টিকাদান সহ যা যা করণীয় ছিল কিছুই পুরসভা বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ করেনি। এর দায় কি কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারেন? আমরা এস ডি এফ-এর পক্ষ থেকে সমগ্র ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করছি।

১৭ জানুয়ারি আর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে যত্রতত্র কুকুর, বিড়াল, শুয়োর ইত্যাদি পশুর অবাধ বিচরণ চলছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভিতরে এমনকী রোগীর শয্যার উপরেও এসব প্রাণীদের অবস্থান করতে দেখা যাচ্ছে, এমনকী রোগীদের খাবার খেয়ে নেওয়া, রোগীদের কামড়ে দেওয়া, আঁচড়ে দেওয়া বারংবার ঘটে চলছে। এসব সত্ত্বেও স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুরসভার কর্তারা নির্বিকার। নিয়ম হল, স্বাস্থ্য কর্তাদের সুপারিশ মতো পুরসভার কর্তারা নিয়মিতভাবে হাসপাতাল থেকে কুকুর-বিড়াল ধরে নিয়ে তাদের নির্বীজকরণ করবে যাতে বংশ বিস্তার ঘটতে না পারে। পাশাপাশি কুকুর বিড়ালকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। যাতে মানুষকে কামড়ালেও মানুষ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত না হয়। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই কাজগুলি পুরসভাগুলি দীর্ঘদিন ধরে করছে না। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য কর্তাদেরও তৎপর হতে দেখা যায়নি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং অবিলম্বে হাসপাতালগুলিতে কুকুর-বিড়াল নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক যে সব ব্যবস্থা রয়েছে তা কার্যকর করার দাবি জানাচ্ছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com